পাঠক ফোরাম

একটি মৃত্যু

যদি সিমি'র আত্মহত্যার কারণ খোঁজা হয়, তাহলে খিলগাঁও থানার সাব-ইন্সপেক্টর বাশারের নামটাই সবার আগে চলে আসবে। এসব গণ দেবতাদের(!) হাতেই রয়েছে জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তার মহান দায়িত্ব। অথচ এই পুলিশের সঙ্গেই রয়েছে সন্ত্রাসীদের মামা-ভাগ্নের মধুর সম্পর্ক। এই পুলিশই সিমিকে জানিয়েছিলেন, ছেলেরা মেয়েদের গালে থাপ্পড় মারতে পারে, কিন্তু মেয়েরা ছেলেদের গালে থাপ্পড় মারতে পারে না। কেন পারে না? সমাজে নিন্দার ভয়? পুরুষের পায়ের নিচে স্ত্রীদের বেহেস্ত, সেই বেহেস্ত হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়? এবার কোনো পুরুষ যদি কোনো মেয়ের গালে একটা থাপ্পড় মারে, আমরা গুনে গুনে সেই পুরুষটার গালে দুটো থাপ্পড় কষে দেব। তাতে যদি আমাদের স্বর্গটা খোয় যায় যাক, ঈশ্বর নরকটাই তুমি আমাদের নামে বরাদ্দ রেখ।

জিয়াউল আফগান/অনু
P.O. Box 1298
Jeddah-21431, K.S.A

কমিকস্

আমাদের দেশে মজাদার ও মানসম্পন্ন কমিকসের অভাবে শিশুরা ভারতীয় চাচা চৌধুরী, বিল্লু, পিনকি, ফান্টম-এর মতো কমিকস্ বেশি পড়ে থাকে। কয়েক মাস আগে শ্রদ্ধেয় জাফর ইকবাল স্যার তার এক কলামে মুক্তিযুদ্ধকে কমিকসে, রূপ দান করতে বলেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই বলছি, মুক্তিযুদ্ধকে কমিকসে রূপান্তরিত করুন, যাতে মহান মুক্তিযুদ্ধকে আমাদের শিশুরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।

বিবেক
ময়মনসিংহ

ইচ্ছা ও স্বপ্ন বাস্তবতা

সম্প্রতি সাপ্তাহিক ২০০০-এর 'এই বালুতে লুকিয়ে আছে ১৪৫ লাখ কোটি টাকারও বেশি সম্পদ' তথ্যবহুল এই লেখাটি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এতো সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও একজন শিশু জন্মাচ্ছে ৭২০০ টাকার ঋণ মাথায় নিয়ে। কিন্তু এ পরিণতি কেন? রুশো বলেছেন, একজন ব্যক্তির মধ্যে দু'ধরনের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে। অপকৃত ইচ্ছা ও প্রকৃত ইচ্ছা। প্রতিটি সরকার ও তার মন্ত্রিপরিষদ এই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাননি, তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। আমাদেরকে এখন নতুন করে ভাবতে হবে আর যেন কোনো শিশু ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্মগ্রহণ না করে। স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের অপকৃত ইচ্ছা না করে সত্যিকারভাবেই প্রকৃত ইচ্ছাকে সম্মিলিতভাবে কথায় ও কাজে প্রয়োগ করে দেখাতে হবে। তবেই আমরা সফল হবো।

মোঃ রাশেদুজ্জামান জুয়েল, ময়মনসিংহ

বিশেষ সংখ্যা

ঈদুল আযহায় দেশের অন্যান্য পত্রিকাগুলো সাধারণত ঈদ আনন্দ সংখ্যা বা ঈদুল আযহা সংখ্যা বের করে থাকে। কিন্তু এই

ঈদে একটি পূর্ণাঙ্গ ঈদ সংখ্যা প্রকাশের বিষয়টি দেশের প্রকাশনা মাধ্যমে বিরল। বরাবরের মতো এবারও সাপ্তাহিক ২০০০ পাঠককে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি কিছুই দিয়েছে। প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ, উপন্যাস, গল্পে ঈদ সংখ্যাটি ছিল অসাধারণ। ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যায় আয়োজনও ছিল গতানুগতিকতার বাইরের ভিন্ন কিছু। বিশেষ দুটি সংখ্যার জন্যই ২০০০ কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদ।

সীমু নাসের
লালমাটিয়া, ঢাকা

স্বপ্ন প্রচার

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার গত পাঁচ বছরের শাসনামলে শুধু 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন' প্রচার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে লাইম লাইটে আনার চেষ্টা করে জাতির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুর শক্ত অবস্থানকে তিনিই নড়বড়ে করে দিয়েছেন।

আল রাজি
বালাকুমার, রংপুর

দূষণমাত্রা

দিনের বেলায় বিভিন্ন স্কুলের সামনে শব্দ দূষণের মাত্রা ৭৪-৭৯ ডিবি যা রাতের বেলায় বেড়ে দাঁড়ায় ৮০-৮৫ ডিবি। স্বাভাবিক মাত্রা ৩০ থেকে ৪০ ডিবি। পিজি হাসপাতালে দিনের বেলা যাকে ৭৪ ডিবি রাতে ৮২ ডিবি স্বাভাবিক মাত্র ২০-৩৫ ডিবি। বাস টার্মিনাল মহাখালী/ গাবতলী এবং মালিবাগে শব্দের মাত্রা থাকে ৯০-১০০ ডিবি। সমীক্ষায় দেখা যায়, ৮৫ ডেসিবল মাত্রায় কাজ করলে ৫ বছরে শতকরা ১ ভাগের বধিরতা দেখা যায়, যা ১০ বছরে ৩% এবং ১৫ বছরে তা ৫% দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডা. এম এন ফারুকের একটা গবেষণায় দেখা যায়, ঢাকা শহরে বধিরতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তি এলাকা এবং যারা রাস্তার খুব সন্নিকটে থাকেন তাদের মাঝে তা বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। শব্দ দূষণে ১২ বছরের নিচে এবং গর্ভজাত শিশুদের বেশি ক্ষতি হয়।

ডা. ম. মুনীর
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

প্রতারণার ফাঁদ

সুমন, পিন্টু, জুয়েল, শুভ্র, মোস্তাক-এর প্রকৃত চেহারা নৈতিকতার অবক্ষয়ে ক্ষত বিক্ষত বাঙালির সম্ভ্রম। নারীর লজ্জা আমাদের গর্ব। সেই সম্ভ্রম আজ উলঙ্গ হয়ে লজ্জা দিচ্ছে আমাদের বিবেককে। এই ঘৃণ্য অপকর্মে আমরা হতবাক! বাঙালির রক্ষণশীল সমাজে এটি অকল্পনীয়! অজানা প্রতারণার ফাঁদে পড়ে কাঁদছে অনেক মা বোন। পর্নোগ্রাফির ফাঁদে পড়ে নির্মম নির্লজ্জ ব্যবসার শিকার হচ্ছে অসংখ্য নিরীহ সহজ সরল মেয়েরা। এটি আমাদের জাতীয় বিপর্যয়। অনুগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট সব অপরাধীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করুন। জাতির কলংক সুমনকে ফাঁসি দিন। সুমনের নির্লজ্জ পিতা মাতাকে উপযুক্ত শাস্তি দিন। বোন নেলীকে আমাদের অভিনন্দন! তাকে জয়ের মুকুট পরিয়ে দিন। কেননা একমাত্র তিনিই দুঃসাহসিক পদক্ষেপে এই প্রথম প্রতিবাদ করলেন। অপরাধীদের শাস্তি হোক। এ জাতীয় করুণ পরিণতি যাতে আর না ঘটে তার প্রতি সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হোক, এই কামনা করি।

শ্রাবণী সাহা, কলাবাগান, ঢাকা

ছাত্র রাজনীতি

আমাদের বর্তমান ছাত্র রাজনীতি মানে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হল দখল। তাই কলুষিত ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব আসছে বিভিন্ন পক্ষ থেকে। বর্তমান ও সাবেক ছাত্র নেতাদের নিয়ে 'ছাত্র রাজনীতি' বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক করায় ধন্যবাদ 'সাপ্তাহিক ২০০০'কে। বর্তমানে ছাত্র রাজনীতিতে যেখানে নেতারা একজনের ছায়া আরেকজন মাড়ায় না সেখানে 'সাপ্তাহিক ২০০০' গোল টেবিল বৈঠকে বিভিন্ন দলের নেতাদের একত্রিত করে দুঃসাহসী ও দুঃসাধ্য কাজটি সম্পন্ন করেছে।

এ এইচ এম জহিরুল ইসলাম
নোয়াখালী সরকারি কলেজ

বিহেভিয়ার থেরাপি

আমাদের দেশের চিকিৎসা সেবার মান অনেক নিচু, যদিও এ দেশের প্রচুর ব্যাচেলর ডাক্তার এবং মানসম্পন্ন কনসালট্যান্ট, প্রফেসর আছেন। কনসালট্যান্ট আর প্রফেসরদের সেবা জনগণের নাড়ীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন। তাই না পারতে সেবা প্রত্যাশীরা, সরকারি হাসপাতালে যায় যাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই। আর যাদের প্রাচুর্য আছে তারা যায় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে প্রফেসরদের কাছে। কিন্তু কোনো জায়গাতেই আশানুরূপ সার্ভিস পায়

টোকাই

না। দেশের চিকিৎসা সেবার মান খারাপ, ডাক্তারদের ব্যবহার খারাপ, এই কথাগুলো এখন আর লুকিয়ে রাখার পর্যায়ে নেই। আমাদের চিকিৎসক, যাদের ব্যবহার খারাপ তাদের জন্য বিহেভিয়ার থেরাপি প্রয়োজন।

ডাঃ মোস্তফা আবদুর রহিম
সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
মিরপুর ঢাকা

প্রেমের আদর্শ

স্কুল-কলেজের কমনরুমে বা থিয়েটারের গ্রিনরুমে অনেক প্রেম কাহিনীরই আদিপর্ব রচিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মেয়াদ ক্ষণস্থায়ী। জীবনকে উপলব্ধি না করে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে যারা প্রেম করে বলে দাবি করে তারা হয় বোকা, না হয় মিথ্যাবাদী। প্রকৃত প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক সবাই।

মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন
সোহরাওয়ার্দী হল, বাংলাদেশ
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

ক্রিকেট

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কাছে বেশি কিছু চাওয়ার নেই। কিন্তু এভাবে একের পর এক হতাশাজনক পারফরমেন্স কোনো সোনালি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয় না। এ দেশে একমাত্র ক্রিকেটই আশার আলো জাগিয়েছিল। কিন্তু আজ তা ম্লান হতে বসেছে। অধিকাংশ খেলোয়াড়ের মধ্যেই পেশাদারিত্ব নেই। জাতীয় দলের বাইরে খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স দেখার মতো। কিন্তু যখনই তারা জাতীয় দলে ঢুকছেন তখনই সব ভুলে যাচ্ছেন। দু'একজন ছাড়া পুরো টিম ব্যর্থ। ক্রিকেটের এরকম বেহাল অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে দর্শকরা মুখ ফিরিয়ে নেবে।

মোঃ মোশারফ হোসেন রানা
সেগুনবাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

একুশের বইমেলা

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে দ্রুত। বিকাশ ঘটতে থাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের। চেতনাদীপ্ত হয়ে উঠি আমরা। এভাবেই একদিন আমাদের পৌঁছে দেয় স্বাধীনতার দোর গোড়ায়। তরুণদের সংখ্যাই বাংলা একাডেমীর বইমেলায় ছিল বেশি। দেখলেই মনে হয় বুদ্ধি বৃত্তিক চেতনায় বিকশিত হচ্ছে আজকের তারুণ্য। এটা আমাদের আশার দিক। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার বদলে দিয়েছে গোটা পৃথিবীর প্রকাশনার শিল্প। সেই ছোঁয়া লেগেছে আমাদের এখানেও। কিন্তু বইমেলায় লোক সমাগমের দিকে তাকালে তা মনে হয় না। শহীদদের রক্তে মাখা বর্ণমালাকে আমাদের অতি সযত্নে লালন করা উচিত।

ডাড়লী
মিরপুর, ঢাকা

ভূমিকম্প ও সচেতনতা

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, খুব শীঘ্রই বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানবে এ দেশে। তাই এখন থেকেই ভবন নির্মাণে সচেতনতা ও সরকারকে এ ব্যাপার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই সঙ্গে জনসাধারণকেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে।

সৈয়দ সাইফুল করিম
মিরপুর, ঢাকা

বঞ্চিত জীবন

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন কারণে অনেক দম্পতি সংসার ছোট রাখে। সংসার ছোট রাখার পেছনে অনেক যৌক্তিকতাও আছে। উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে তা নিয়ে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে শঙ্কিত। দরিদ্র দেশের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি অভিশাপ। পারিবারিক ও দেশের আর্থিক অবকাঠামো যদি উন্নত হয়, জনগণ যদি জনসম্পদে পরিণত হয় এবং সঠিক সময় যদি বিয়ে করে তা হলে সামাজিক জীবনে 'বঞ্চিত জীবন'-এর অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মোঃ আবদুল মজিদ
পূর্ব রামপুরা, কুঞ্জবন প্রজেক্ট, ঢাকা

শিক্ষার সমান অধিকার

সম্প্রতি সরকারের এক সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। দরিদ্র এ দেশটিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সত্যিই একটি চমৎকার উদ্যোগ। কিন্তু এই সুযোগ হতে ছেলেরা বঞ্চিত হবে কেন? আমাদের দেশে অনেক পরিবার আছে যেখানে শুধু অর্থনৈতিক কারণে প্রতি বছর অসংখ্য ছেলে অসময়ে তাদের পড়ালেখার ইতি টেনে সংসারের হাল ধরতে বাধ্য হয়। আধুনিক ও প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে আমরা কখনই নারী শিক্ষার বিরোধী নই। শুধু তুলনা করছি সে দুটি পরিবারের, যেখানে একটি পরিবারের একটি মেয়ে শিক্ষার জন্য সরকারি সাহায্য পাচ্ছে, পক্ষান্তরে অন্য একটি পরিবারের একটি ছেলে এ সাহায্য থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। পরিমাণে সামান্য হলেও সরকারি সাহায্য কি ছেলেটির শিক্ষার জন্য এক বিরাট ভূমিকা রাখবে না? তাই সরকারের প্রতি অনুরোধ, এই বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন করুন। ছেলে কিংবা মেয়ে উভয়ের জন্যই শিক্ষার সমান সুযোগের ব্যবস্থা করুন।

ম. এ কবীর অনু, গ্রাম + পোস্ট : নারিশাপূর্বচর, দোহার, ঢাকা-১৩৩২

বিপন্ন মানবতা

একটি দৈনিকের প্রথম পাতার শিরোনামের ওপর চোখ পড়ায় আঁতকে উঠি। বাড়ি ফেরার পথে স্কুল-ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে ৫ নরপশু। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। চট্টগ্রামে ৯ বছরের শিশু ধর্ষিত, যশোরে গৃহবধূকে অপহরণ করে ধর্ষণের পর হত্যা। আমরা কি আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব? আমরা কি দিন দিন পশু থেকে নিকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছি না!

মোঃ খলিলুর রহমান বাদশা
মহাদেবপুর বাজার, নওগাঁ

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে

রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য একে অপরকে দোষ দিলেও সাধারণ মানুষ জানে সন্ত্রাসের উৎস কোথায় এবং কিভাবে, কাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসীরা লালিত হচ্ছে। কিন্তু অস্ত্রের মুখে নিরুপায় আর্তনাদ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তাদের। অবৈধ অস্ত্র, রাজনৈতিক মতানৈক্য, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, মূল্যবোধের অবক্ষয়, দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ইত্যাদি একত্রিত হয়ে বাংলাদেশকে আজ ত্রাসের রাজত্বে পরিণত করেছে। সৃষ্টি হয়েছে গডফাদার শ্রেণীর। এদেরই ছত্রছায়ায় সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন ক্যাডার। আর সে ক্ষত্রে 'ক্যাডার' শব্দটি রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যবহৃত হচ্ছে পবিত্র শব্দ হিসেবে! কালো টাকার পাশাপাশি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গডফাদাররা ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হওয়ার ফলে সন্ত্রাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই আসুন সকল ভেদাভেদ ভুলে, সহিংসতার পথ ছেড়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। গড়ে তুলি একটি সুন্দর, স্বনির্ভর, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ

খন্দকার হাসান শাহ্‌রিয়ার
e-mail:hasan1@bijoy.net